দৈনিক জনকণ্ঠ

৪/১১/২০০৩

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ... ২ .....

রাজধানীতে ভর্তিজ্বর ! নামীদামী স্কুলে সন্তান পাঠাতে অভিভাবকদের দৌড়ঝাঁপ শুরু

শরিফুজ্জামান পিন্টু

বছরের শেষভাগে রাজধানীর ঘরে ঘরে শুরু হয়েছে ভর্তিজ্বর। বার্ষিক পরীক্ষা শেষ না হতেই বিচ্ছিন্নভাবে শুরু হয়ে গেছে ভর্তি প্রক্রিয়া। রাজধানীর নামীদামী ও অভিজাত গোটা ত্রিশেক স্কুলে সন্তানকে ভর্তির জন্য অভিভাবকরা এখন থেকেই উদ্বিগ্ন, কাঙ্ক্ষিত স্কুলের ওপর তাদের সুতীক্ষ্ণ নজর। পরম স্নেহ-আদরে ও কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা খরচ করে বছরভর সন্তানকে প্রস্তুতের পর এখন তাদের ঠেলে দেয়া হবে ভর্তি নামের কঠিন যুদ্ধের মুখে। প্রাইভেট টিউটরের কাছ থেকে শিক্ষাগ্রহণ, গাইড বইয়ের স্তূপ মুখস্থ এবং কোচিং সেন্টারের বিদ্যা গলাধঃকরণ করে, ভর্তির

ভিকারুননিসা স্কুলে ফরম দেয়া হচ্ছে

ময়দানে হাজির হতে কোমলমতি শিক্ষার্থীরা এখন যারপরনাই ব্যস্ত। আর অভিভাবকরা যতভাবে সম্ভব

(১১- পৃষ্ঠা ২-এর কঃ দেখুন)

রাজধানীতে ভর্তিজ্বর

(১২-এর পাতার পর)

সাপোর্ট দিয়ে যাচ্ছেন প্রিয় সন্তানকে, তাঁদের একটাই লক্ষ্য–সন্তানটি যেন সোনার হরিণতুল্য একটি আসনে জায়গা করে নিতে পারে।

নামীদামী স্কুলের মধ্যে সর্বপ্রথম ভিকারুননিসা নূন শনিবার থেকেই ভর্তি ফরম ছেড়েছে। হলিক্রস হাইস্কুল প্রথম শ্রেণীর ভর্তি ফরম ছাড়বে ২৮ নবেম্বর এবং ষষ্ঠ শ্রেণীর ফরম ছাড়বে ১৩ ডিসেম্বর। রাজধানীর ২৪ টি সরকারী স্কুলে একযোগে ভর্তি ফরম ছাড়া হবে এবং তিন গ্রুপে বিভক্ত করে অভিন্ন প্রশ্নপত্রে তিন দিন নেয়া হবে ভর্তি পরীক্ষা। সরকারী এসব স্কুলে ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে ভর্তি ফরম বিতরণ এবং ভর্তি পরীক্ষা নেয়া হতে পারে জানুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহে। মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদফতর পরীক্ষার তারিখ, প্রশ্নপত্র তৈরি, পরীক্ষা পদ্ধতি প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ করবে।

রাজধানীর বিভিন্ন স্কুলে এখন মূলত ব্যস্ততা বার্ষিক পরীক্ষা নিয়ে। এর মধ্যেও চলছে ভর্তির প্রস্তুতি। ভিকারুননিসা স্কুল তো ভর্তি ফরম দিতে শুরু করেছে শনিবার থেকে। ভিকারুননিসা নূন স্কুলের অধ্যক্ষ হামিদা আলী জনকণ্ঠকে বলেছেন, বাংলা মিডিয়ামে প্রথম ও ইংলিশ মিডিয়ামে ষষ্ঠ শ্রেণীতে ছাত্রী ভর্তি করা হবে। প্রথম শ্রেণীতে ধানমণ্ডি ও বেইলী রোড শাখায় রয়েছে নয়টি শাখা। প্রতিশাখায় ৬০ জন করে নয়টি শাখায় ভর্তি করা হবে ৫৪০ ছাত্রী। এ ছাড়া ইংলিশ মিডিয়াম ষষ্ঠ শ্রেণীতে চারটি শাখায় ৪০ জন করে মোট ১৬০ ছাত্রী ভর্তি করা হবে। ডিসেম্বরের শেষ নাগাদ অনুষ্ঠিত হবে ভর্তি পরীক্ষা। অধ্যক্ষ হামিদা আলী জানালেন, গত বছরের তুলনায় সিট বাড়েনি বরং কমাতে পারলেই ভাল হতো।এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, রাজধানীতে যত স্কুল আছে তা প্রয়োজনের তুলনায় বেশি। এখন কোয়ান্টিটি নয় দরকার কোয়ালিটি। আর তা নিশ্চিত করতে পারলেই ভর্তি নিয়ে হৈচৈ, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা দূর হবে। উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেন, সিদ্ধেশ্বরী গার্লস স্কুলের অবস্থা সবার জানা ছিল। এই স্কুলটি দেখাশোনার দায়িত্ব নেয়ার পর গত বছর ১৫শ' মেয়ে ভর্তি হয়েছে। তিনি আরও বলেন, কমিটমেন্ট থাকলে একটি প্রতিষ্ঠানকে গড়ে তোলা খুব বেশি কঠিন কাজ নয়।

রাজধানীর আইডিয়াল স্কুলে আগামী ২২ নবেম্বর বার্ষিক